# জান্নাত পর্ব-৬

**আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।**

আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে : "জান্নাত"। "জান্নাত" অর্থ বাগান আর উদ্যান সমূহ।

## পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইয়াসিন

১) তাকে বলা হলোঃ [কাফিররা যাকে (হাবীব নাজ্জারকে) হত্যা করেছিলো] দাখিল হও জান্নাতে।

সুরা ৩৬ ইয়াসিন, আয়াতঃ ২৬

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾

বলা হলোঃ জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বললোঃ হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতো।

২) নিশ্চয়ই আজ জান্নাতের অধিবাসীরা থাকবে আনন্দ আর উৎফুল্লে মশগুল।

সুরা ৩৬ ইয়াসিন,আয়াতঃ ৫৫

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿۵۵﴾

এই দিন জান্নাতবাসীরা আনন্দে মগ্ন থাকবে।

**<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ  সুরা আয্ যুমার</u>**

৩) যারা তার প্রভুর অবাধ্য হওয়া থেকে  আত্মরক্ষা করে জীবন যাপন করেছে , তাদের দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতের অভিমুখে।

সুরা ৩৯ আয্ যুমার,আয়াতঃ ৭৩, ৭৪

وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا وَ
فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿۷۳﴾

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং এর দ্বার সমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের দারোয়ানরা তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের প্রতি সালাম তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য।

وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَ اَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ
مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿۷۴﴾

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। সুতরাং (সৎ )আমলকারীদের বিনিময় কত উত্তম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মু'মিন/ ফাতির

৪) যে কোন মু'মিন পুরুষ বা নারী আমলে সালেহ্ করবে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে।

সুরা ৪০ আল মু'মিন , আয়াতঃ ৪০

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ

ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ

فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

কেউ মন্দ আমল করলে সে শুধু তার আমলের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎ আমল করে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তারা অসংখ্য রিযিক পাবে ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা হা-মীম-আস্ সাজদা/ফুসসিলাত

৫) ফেরেশতারা বলে, আপনারা ভয় পাবেননা, চিন্তিতও হবেন না, আপনারা খুশী হয়ে যান সেই জান্নাতের জন্যে যার ওয়াদা আপনাদের দেয়া হয়েছিল।

সুরা ৪১ হা-মীম-আস্-সাজদা, আয়াতঃ ৩০

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ

تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

নিশ্চয়ই যারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে , তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলেঃ তোমরা ভীত হয়ো না , চিন্তিত হয়ো না, এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ পেয়ে আনন্দিত হও।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শুরা

৬) সেইদিন একদল লোককে থাকতে দেয়া হবে জান্নাতে , আর এক দলকে নিক্ষেপ করা হবে প্রজ্জ্বলিত আগুনে ।

সুরা ৪২ আশ শুরা, আয়াতঃ ৭

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ

حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ

فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾

এভাবে আমি তোমাদের প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় , যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার হাশর(কিয়ামত) দিবস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ

নেই; (সেদিন ) একদল  জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল  জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ  সুরা যুখ্‌রুফ

৭) তোমরা দাখিল হও জান্নাতে তোমাদের স্বামী/স্ত্রীকে নিয়ে আনন্দচিত্তে।

সুরা ৪৩ যুখরুফ,আয়াতঃ ৭০

তোমার এবং তোমাদের সহধর্মিনীগণ  জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে।

৮) এই সেই জান্নাত যার ওয়ারিশ তোমাদের বানানো হয়েছে তোমাদের কর্মফল হিসাবে।

সুরা ৪৩ যুখরুফ,আয়াতঃ ৭২

এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ  সুরা আল আহকাফ

৯)  তারা হবে জান্নাতের অধিবাসী। .....এবং তাদের জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করবো।

সুরা ৪৬ আল আহকাফ, আয়াতঃ ১৪, ১৫, ১৬

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে , তারা যে আমল করতো এটা তারই প্রতিদান।

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য। তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ ও তার জন্যে দুধপান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, শেষ পর্যন্ত যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হল এবং চল্লিশ বছরে পৌছল তখন সে বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ দিন ,যাতে আমি আপনার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি। আমার প্রতি-আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্যে এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আমার জন্যে আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে

সৎকর্মপরায়ন করুন, নিশ্চয়ই আমি আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن

سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

ওরা তো তারা যাদের আমি উত্তম আমলগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং তাদের মন্দ আমলগুলো ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মুহাম্মদ

১০) তিনি তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে।

সুরা ৪৭ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ৬

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন।

১১) মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে রয়েছে অনাবিল পানির নদ-নদী-নহর।

সুরা ৪৭ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ১৫

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ
اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ
لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ
وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا
فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো সেখানে থাকবে নির্মল পানির নহর সমূহ, আছে দুধের নহর সমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় এবং পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু সুরার নহর সমূহ এবং পরিশোধিত মধুর নহর সমূহ এবং সেখানে তাদের জন্যে থাকবে বিবিধ ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। (মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায়) যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পাণ করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ি-ভূরি ছিন্ন- ভিন্ন করে দিবে ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ক্বাফ

১২) আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকট আনা হবে, মোটেই দূরে রাখা হবে না।

সুরা ৫০ ক্বাফ, আয়াতঃ ৩১

وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾

আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের, কোন দূরত্ব থাকবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ  সুরা আল হাশর

১৩) জাহান্নামিরা আর জান্নাতিরা সমান নয়। কারণ, জান্নাতিরা হবে সফলকাম।

সুরা ৫৯ আল হাশর, আয়াতঃ ২০

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ

الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾

জাহান্নামের অধিবাসী  ও জান্নাতের অধিবাসী  সমান নয়।
জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ  সুরা আত তাহ্‌রিম

১৪) ফেরাউনের স্ত্রী আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলো, আমার প্রভু ! তোমার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে বানাও একটি ঘর , আর আমাকে নাজাত দাও(ফেরাউনের কবল থেকে এবং তার দুষ্কর্ম থেকে , আর আমাকে নাজাত দাও যালিম কওমের কবল থেকে।

সুরা ৬৬ আত্ তাহ্‌রিম, আয়াতঃ ১১

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ
ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَ
نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١﴾

আল্লাহ মু'মিনদের জন্যে উপস্থিত করেছেন ফিরআ'উন স্ত্রীর দৃষ্টান্ত, যিনি প্রার্থনা করেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক !আপনার নিকট জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফিরআ'উন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ  সুরা আন নাযিয়াত

১৫) অবশ্যই জান্নাত হবে তাদের আবাস।

সুরা ৭৯ আন নাযিয়াত, আয়াতঃ ৪০, ৪১

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

পক্ষান্তরে যে নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রেখেছে  এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রেখেছে,

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

অবশ্য জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ  সুরা আত্ তাকভীর

১৬) যখন নিকটে আনা হবে জান্নাত।

সুরা ৮১ আত্ তাকভীর, আয়াতঃ ১৩

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾

এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনের আসুন আমরা ভয় করি আমাদের প্রভুর সামনে দাঁড়াবার এবং নিজেদেরকে মন্দ কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখি। মুত্তাকী পরহেজগার হয়ে দুনিয়ায় জীবন-যাপন করি । আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন মেহেরবানী করে আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে জান্নাত দান করেন ।

**আমীন**

**আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।**

.....